সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1985
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০-উত্তীর্ণ শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্নিয়োগের জন্য সিন্ডিকেট যে সুপারিশ করেছিল চ্যান্সেলরের অফিস থেকে তা নাকচ করে দেয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষক স্বল্পতায় ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রবীণ শিক্ষকদের নিয়মিত শিক্ষকতার সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পদস্থ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ সম্প্রসারণের প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আগে বয়ঃসীমা উত্তীর্ণ হলে শিক্ষক ও অন্য কর্মকর্তাদের চাকরিতে পুনর্নিয়োগে সিন্ডিকেটের যে ক্ষমতা ছিল তা রহিত করায় এবং বর্তমানে ৬০ বছর পেরুলে তাদের অবসরগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে দেয়ায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে গত ৩১শে অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছানোর পর কোন চাকরিজীবীকে অবসরদানের বিষয়টি দূষণীয় নয়। পূর্ণ বয়সে একজন অবসর নিলে তার জায়গায় আরেকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশে এমনিতেই শিক্ষিত লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এই অবস্থায় অবসরগ্রহণের বয়সে কেউ তার নিজের পদ আঁকড়ে থাকলে নতুনদের পথ রুদ্ধ হয়। সেজন্যই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত পেনশন বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ কাউকে নিয়মমাফিক অবসরদানের বিরোধী নই। কিন্তু অবসরগ্রহণের বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনেকে কর্মক্ষম থাকেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ যে অবস্থায় কর্মজীবন শেষে অবসরগ্রহণ করে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করা যায় তেমন অবস্থা আমাদের দেশে সৃষ্টি করা হয়নি। তাই অবসরগ্রহণের সময় এগিয়ে এলে এদেশে কর্মজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। শিক্ষকতার মত একটি মহৎ পেশা থেকে অবসরগ্রহণ করে পেনশনের টাকায় জীবিকানির্বাহ করা যায় না বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে কি কষ্টে দিনাতিপাত করেন তার কাহিনী মাঝেমধ্যেই পত্রিকায় ছাপা হয়। অনেককে ভিক্ষার ঝুলি পর্যন্ত হাতে নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা এতটা খারাপ না হলেও অবসরগ্রহণের পর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তাঁরাও যে সসম্মানে ও স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন তা বলা যায় না। এই অবস্থায় অবসরগ্রহণের বয়ঃসীমায় পৌঁছাবার পর যাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে পুনর্নিয়োগের বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে।

অবশ্য এই মানবিক দিকটিই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, শিক্ষকদের স্বল্পতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ষোল হাজার। সে তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম—মাত্র এক হাজারের মত। বহুসংখ্যক শিক্ষক উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে অথবা ছুটিছাটায় থাকায় শিক্ষকদের কার্যকর সংখ্যা অনেক কম হবে। পক্ষান্তরে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ওপর হতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। এই অবস্থায় প্রবীণ অথচ কর্মক্ষম শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার যুক্তি বোধগম্য নয়।

শিক্ষকদের স্বাভাবিক স্বল্পতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাওয়া এই স্বল্পতাকে তীব্রতর করেছে। এমনিতেই তো পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কম সময়ে বেশী ক্লাস নিয়ে লেখাপড়ার ঘাটতি পূরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে কাজের চাপ আরও বেড়ে গেছে। সেখানে বয়স সংক্রান্ত নিয়ম রক্ষার কথা বলে কর্মক্ষম ও যোগ্য শিক্ষকদের অবসর দিয়ে দেয়া হলে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে সেশনগুলোকে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত করার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ ব্যাহত হবে।

তবে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব সরকারের তরফ থেকে নাকচ করা হলেও এইসব প্রবীণ শিক্ষকের সেবা গ্রহণের যে সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে তাকে কাজে লাগানো উচিত। কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ তাদেরকে সুপার নিউমারারী বা সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন। সিন্ডিকেটই এদের পুনর্নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কাজেই এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বিধার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবস্থা পর্যালোচনা করে সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি।